মাঃ পাভেল, টিফিন বক্স নিয়েছিস? জলের বোতল?

পাভেলঃ হ্যাঁ মা

মাঃ দাঁড়া দাঁড়া । অক্সিজেন মাস্ক টা ঠিক করে দি। সাইকেল চালাবার সময় খুলে গেলে বিপদ।

পাভেলঃ উঃ...। ছাড় না মা। দেরি হয়ে যাবে এবার। তুমি এখনো স্কুলের বাচ্চা ভাব আমায়।

মাঃ সবে তো কলেজে ঢুকলি সেদিন।স্কুলের বাচ্চা ছাড়া আর কী?

পাভেলঃ কী??!! সবে?এক বছর হয়ে গেল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগে।

মাঃআসলে চিন্তা হয় বাবা। সেদিন ই নিউস এ দেখলাম,যে শীত পরতেই কত মানুষ শ্বাস কষ্ট নিয়ে অসুস্থ...এমন কি মারা ও যাচ্ছে। বিশেষ করে গরীব মানুষরা।

পাভেলঃ সরকার থেকে সবার জন্য তো অক্সিজেন মাস্ক আর সিলিন্ডার এর ব্যবস্থা আছে...

মাঃ থাকলেও কি আর সবার কাছে সব সময় পৌঁছয় ? নে আর দেরি করিস না। আর আজ তাড়াতাড়ি ফিরিস। তিতুন পিসি আসবে।

পাভেলঃ তাই??!! হুররররে!!!

মাঃ আচ্ছা শোন, তিতুন বলছিল তোর দু একজন ডিপারট্মেন্টের বন্ধুদের সাথে তিতুনের আলাপ করিয়ে দিতে।

পাভেলঃ সে তো করাবই। কিন্তু মতলবটা কী পিসির?

মাঃ আমি কি করে জানব? তিতুন তো জানিস আগে থেকে কিছুই পরিষ্কার করে বলবে না।

পাভেলঃ হুমম...রহস্যে ঘেরা।

মাঃ হাহা...টাটা

পাভেলঃটাটা, টাটা, টাটা

....।

পাভেলঃ বাবুই, দাঁড়া ...দাঁড়া না...আমি সাইকেল টা পার্ক করে আসছি।

বাবুইঃ তাড়াতাড়ি আয়। ক্লাসে দেরী হয়ে যাবে।

পাভেলঃ চ ...এমন তাড়া করিস না!! এতটা রাস্তা সাইকেল করে আসতে হয়। তোর মত সোলার ট্রেন নেই যে হুউউউস করে চলে আসব।

বাবুইঃ সে তো বলবিই। ট্রেনে কত ভিড় জানিস?হাত পা খুলে যায়...

প্া্ভেলঃ তখন কোথায় রাখিস?

বাবুইঃ কী?

পাভেলঃ ওই হাত পা। খুলে গেলে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখিস তো? নাহলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে। তখন- ও গো তোমরা আমার হাতটা দেখেছ? মোটা মত? বেঁটে বেঁটে আঙ্গুল?

ব্াবুইঃ ইয়ারকি হচ্ছে?

পাভেলঃ হাহাহা…চ!!

…………………………………………………………………………………

পিয়াঃ আবার দেরী করে এসেছিস? এইখানে বোস। বিকাশ স্যার জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বলছেন।

বাবুইঃ এই পাভেলটা দেরী করিয়ে দিল..

পাভেল ঃ ধর্মাবতার আমি নির্দোষ । এই ব্যাটা নিজের হাত পা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই…

পিয়াঃ কী?

বাবুইঃ উঃ। থামবি?

বিকাশদাঃ এতক্ষন তো জলবায়ু বদল নিয়ে শুনলে । এখন বল দেখি এই ২০৯০ সালে দাঁড়িয়ে আমাদের জলবায়ুর বদল আটকাতে কি করা উচিত?

পিয়াঃ আটকাবো আর কি করে স্যার? যা বুঝলাম, আর তো কিছু বাকি রাখেনি ।আমার খুব রাগ হয়। আগেকার দিনের মানুষরা কি তাদের সন্তান দের কথাও ভাবে নি?নিজেদের সুবিধার যোগান দিতে দিতে গাছপালা পশুপাখি, গোটা পৃথিবীটার সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

বাবুইঃ আমার দাদুর নাকি দুটো গাড়ি ছিল, তার খেসারৎ দিচ্ছি আমি – সাইকেল ছাড়া আর কিছুই চালাবার নেই। আমার অবশ্য ভালই লাগে। ভাল ব্যয়াম হয়। কিন্তু সারাক্ষন মাস্ক পরে থাকতে বিরক্ত লাগে। দাদুর নাকি ঘরে ঘরে এয়ার কন্ডিশনার ছিল। শুধু ঘরে কেন,অফিসে ও ছিল। কারণে অকারণে চলত সবসময়। এরকম লাখ লাখ কোটি কোটি এ সি চলত সারা পৃথিবীতে। কোটি কোটি নিজস্ব গাড়ি। কারখানার ধোঁয়ায় আকাশ কালো। কার্বন এমিশন এর চোটে জলবায়ু কাহিল।তাই আমরা, দাদুদের নাতিরা, গরমে সেদ্ধ হচ্ছি। পৃথিবীর তাপমান বেড়ে গিয়ে হাসফাস।

পাভেলঃ স্যার , খুব রেগে গেছে বাবুই। পারলে নিজের দাদুকে দেখে নেয়…হাহাহা

বিকাশঃ রাগ হওয়ার ই কথা। এই যে কলকাতা শহর জলের তলায় তলীয়ে গেল, ডুবে গেল মুম্বাই, সাঙঘাই, হং কং, মায়ামি, রিও দে জেনেরিও, সব ই তো এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই। এত প্রাণ নষ্ট…এত লোক বাস্তুহারা। আর মানুষ এর কথা ছেড়েই দাও। কত গাছ ,প্রাণী, অণুজীবের প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

পাভেলঃ ওরা গাছ কেটে কেটে শেষ করেছেন, আমরা গাছ লাগিয়ে লাগিয়ে কূল করতে পারছি না…

বিকাশঃ ওই যে বাবুই বলল কার্বন এমিশন সে ব্যাপারটা জান নিশ্চয়।

পিয়াঃ কার্বন তো স্যার প্রকৃতির খুব জরুরি উপাদান – সমুদ্রে, মাটিতে সব জায়গাতেই কার্বনের ভাণ্ডার আছে।

বিকাশঃ এমনকি আমাদের শরীরেও ।

বাবুইঃ কিন্তু যত কার্বন কার্বনডাইঅক্সাইড হয়ে মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে তত গণ্ডগোল।

পাভেলঃ কার্বনের ব্যালান্স যাবে চটকে ।

বিকাশঃ চটকে আবার কি?

পাভেলঃ মানে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে স্যার। আর মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডে ধাক্কা খেয়ে তাপ ফিরে আসবে পৃথিবীতে। আর পৃথিবী গরম হবে ।

পিয়াঃ গরম হলেই বরফ গলবে, জল বাড়বে, বাষ্প বাড়বে, বৃষ্টি বাড়বে । একেবারে রেকারিং ডেসিম্যাল স্যার।

বিকাশঃ হা হা হা – ভাল বলেছিস – একবারে ঠিকঠাক । আচ্ছা, এইযে জলীয় বাষ্প, এতেও কিন্তু তাপ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। এই জলীয় বাস্পের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলেও কিন্তু বিপদ।

বাবুইঃ কিন্তু স্যার, এত ক্লাস সিক্সের বিজ্ঞান । এটা বুঝতে আগেকার মানুষদের এত সমস্যা হল কেন?

বিকাশঃ ওই যে দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্ম বোঝে না। পরিবেশ নিয়ে একটুও সচেতন যদি আমরা হতাম বদলের প্রভাব এতটা প্রকট হতনা হয়ত।

বাবুইঃ স্যার, এইটা কিন্তু ক্লাস সিক্সের বিদ্যায় বোঝা গেল না।

বিকাশদাঃ আর একদিন হবে খন, আজ আমার অন্য ক্লাস আছে। আজ এস তোমরা ।

……………………………………………

পাভেলঃ শোন, তোদের সাথে কথা ছিল।

পিয়াঃ কি কথা রে?

পাভেলঃ তোদের বিকেলে সময় থাকলে আমার বাড়ি আয়। একজন দারুন মজার লোকের সাথে আলাপ করিয়ে দেব।

বাবুইঃ কে রে?

পাভেলঃ আগে বল আসবি।

বাবুইঃ আমার তো কোন কাজ নেই, যেতেই পারি।পিয়া?

পিয়াঃ চল। অসুবিধে নেই।

পাভেলঃ গ্রেট। চলে আয়।

পিয়াঃ কে আসবে বললি না তো?

পাভেলঃ তিতুন পিসি!!

বাবুই+ পিয়াঃ বলিস কি??!! তোর সেই বিখ্যাত পিসি?

পাভেলঃ হ্যাঁ রে। সায়েন্টিস্ট। কানাডার ইন্সটিটিউট অব ফিউচারিস্টিক রিসার্চ এ কাজ করে। বড় বড় রিসার্চ এর সাথে যুক্ত। সেসব গল্প শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে কদিন আগে স্পেক-মেল করেছিল। বলল , কী যেন জ্রুরি কথা আছে। নিশ্চই দারুন কিছু ব্যপার। তাই তোদের বলছিলাম...

এখন চললাম । স্পেশাল ক্লাস আছে। তোরা আসিস কিন্তু।

পিয়াঃ ঠিক হ্যায়। টাটা

....।।

পাভেলঃ পিসি তুমি কিন্তু বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। চুলগুলো সব পেকে যাচ্ছে।

তিতুন পিসিঃ হাহা...আর তোর যে কত গোঁফ দাড়ি বেড়িয়েছে? আগের বার তো দেখিনি।

পাভেলঃ তুমি তিন বছর বাদে বাদে এলে কি করে দেখবে। কিন্তু স্পেক -মেল এ তো দেখেছ।

পিয়াঃ তা অবশ্য।

পাভেলঃ এই তোরা এত চুপচাপ কেন?

পিয়াঃ আমরা মন দিয়ে ঘুগ্নি খাচ্ছি।

বাবুইঃ হ্যাঁ। গারুম!!

পাভেলঃ গারুম??!! গরম?

বাবুইঃ না না , গারুম গারুম।

পাভেলঃ অ ...দারুণ। তাই বল।

সবাইঃ হাহাহা

মাঃ তিতুন, তুই তো কিছুই খেলি না।

তি্তুনঃ না বউদি। দূপুরে খেয়েই বেড়িয়েছি। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন এ খেতেও দিয়েছে। একটু রাত করে খাব। দাদা ফিরুক।হ্যাঁ রে , তোদের পড়াশোনা কেমন চলছে?

পিয়াঃ ভালই। তুমি তো জান, এখন এনভায়রন্মেন্টাল সায়েন্স সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, আর তাই নিয়ে রিসার্চ করার সুযোগ ও অনেক। আমাদের ডিপার্টমেন্ট এ খুব নামকরা স্ক্লার রা আছেন।

পাভেল ঃ আমাদের ভালো ও লাগে জানতে।

বাবুইঃ আর আমার হতাশ লাগে।

তিতুনঃ কেন?

বাবুইঃ ভাবি, এখন সব যেতে বসেছে, এখন জেনে বুঝে কী করব?

তিতুনঃ তোমাদের নিয়ে এই নিয়েই কিছু আলোচনা ছিল।চল পাভেল, তোর ঘরে বসি।

পাভেলঃ চল

……………………………………………………………………

পাভেলঃ বল, কী কথা।

তিতুনঃ তোরা তো জানিস আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষনা করি। ভবিষ্যতে কিভাবে আমাদের জীবন সুরক্ষিত থাকবে , সেই নিয়ে গবেষনা করি। বেশির ভাগ সময় সেটা জলবায়ু পরিবর্তন এর ফলে যে সব দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, তাই নিয়ে। এই যে দুই মেরু তে বরফ গলে যাচ্ছে, নদীতে জল বেড়ে যাচ্ছে,খরা হচ্ছে, সমুদ্র স্রোত প্রবাহে বদল আসছে – আর এসবের জন্য আমাদের জীবনে যে বিপদ নেমে এসেছে , এই নিয়ে সবসময় ভাবছে পৃথিবীর গবেষকরা।

বাবুইঃ ভেবে আর কী হবে? জলবায়ুর চাকা কি আর উলটো দিকে ঘুরবে কোনদিন?

তি্তুনঃ যদি বা ঘোরে, তা এত আস্তে যে ততদিনে আমাদের অস্তিত্ব সঙ্কটে ।

বাবুইঃ অর্থাৎ আমরা তাড়াতাড়ি মরব। তাহলে আর কী ই বা করার আছে। পাভেল, যা তো একটু ঘুগ্নি নিয়ে আয়। মরার আগে ভাল ভাল জিনিস সব খেয়ে নিই।

তিতুনঃ হাহা…অত হতাশ হোয় না। আমরা একটা জিনিষ চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতের চাবি আছে আমাদের ভূত কালের কাছে।

বাবুইঃ ভূতেরা চাবী দিয়ে কী করবে? তারা তো এমনি ই সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারে।

পাভেলঃ দূর বোকা। সেই ভূত এর কথা বলছে না পিসি। আগের সময়ের কথা বলছে।

তি্তুনঃ ঠিক ধরেছিস। আমাদের পূর্বসূরি রা, মানে আমাদের বাবা দাদু আর তাদের বাবারা আমাদের ধংসের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। তাই তাদের কাছেই আমাদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

বাবুইঃ দেখেছিস, আমি ই ঠিক ধরেছি। ভূতেদের কথাই বলছে পিসি। আমাদের দাদুদের, তাদের দাদুদের ভূত। তাদের বুঝিয়ে বলতে বলছে।ওরে বাবা!!

সবাইঃ হাহাহা

তি্তুনঃ হাহা…তুমি ও কিন্তু খুব ভুল বলনি। আমি এবার যেটা বলব সেটা তোমাদের অবাক করে দেবে। আমার ইন্সটিটিউট এর গবেষকরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জলবায়ুকে বদলাতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে সেই সময় যখন মানুষের নানা কর্মকান্ডে জলবায়ুর পরিবর্তন শুরু হয়।

পিয়াঃ তা কী করে সম্ভব। তুমি কি বলতে চাইছ…

তিতুনঃ ঠিক ধরেছ। আমি বলতে চাইছি, দাদুদের গিয়ে বলা- তোমরা ভুল করছ।তোমরা অন্যায় করছ। থামাও এই আগ্রাসন। কারণ তোমাদের বিলাস এর দাম আমরা দিচ্ছি – তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

পাভেলঃ কি…কি বলছ পিসি। সোজা করে বল।

তিতুনঃ গত চল্লিশ বছর ধরে এই ভাবনার ওপর কাজ করে আমরা বানিয়েছি এক টাইম মেশিন – যা সময় অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

সবাইঃ অ্যাঁ !!???

তিতুনঃ বিশ্বাস হচ্ছে না ? কেন বলত? এই নিয়ে তো মানুষ বহু যুগ ধরে চেষ্টা করে আসছে। একদিন না একদিন তো হবার ই ছিল। এখন প্রযুক্তি এত এগিয়ে গেছে … (দীর্ঘশ্বাস) এখন আমাদের সব আছে, নেই শুধু আরেকটা গ্রহ ,যেখানে গিয়ে প্রান ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা বাঁচতে পারি। যাক, যা বলছিলাম, এটা আবিষ্কারের পর আমরা বেশ কিছু টিম কে আগের দশকে, আগের শতাব্দীতেও পাঠিয়েছি। তারা সবাই ঠিক ঠাক গেছে এসেছে – কোন সমস্যা হয় নি।

পাভেলঃ বল কী??

তিতুনঃ হ্যাঁ রে। তাতে আমাদের সাহস বেড়েছে। এবার আমরা চেষ্টা করছি সারা পৃথিবী থেকে ছোট ছোট দল তৈরি করতে, যারা আগের শতাব্দীগুলো তে গিয়ে সচেতনতা গড়বে। তোদের কাছে তাই এসেছি…

সবাই(আলাদা আলাদা)ঃ অ্যাঁ ! সেকি? দারুন মজা!! ওরে বাবা!!কবে যাব?

তিতুনঃ থাম থাম। আজ-ই যেতে পারিস। অল্প সময়ের জন্য। তারপর ভাল করে পরিকল্পনা করে…

বাবুইঃ কিসে চড়ে যাব?

তিতুনঃ চড়তে হবে না। এই দেখ এই হাত ঘড়িগুলো। হাতে পরে সময় ঠিক করে …এই ভাবে প্যাঁচ দিলেই…

পিয়াঃ এত সহজ? এই, কোন সময়ে যাবি রে?

বাবুইঃ শাহ্রুখ খানের সময়..কয়া কুরু হায়ে, কুছ কুছ হোতা হ্যায়…

পিয়াঃ ব্যাস!! কথা হচ্ছিল একটা কাজে যাওয়ার…

তিঃ আচ্ছা, যাও না শাহ্রুখ খানের সময়…এই শতাব্দীর শুরু…তোমাদের দাদুর বাবার সময়, দাদুরা তখন নেহাতই বাচ্চা। দেখ ই না গিয়ে…আর আসার সময় নাহয়, বাবুই এর ইচ্ছে মত একটা সিনেমা হলএ গিয়ে শাহ্রুখের সিনেমা দেখে এস…

পিয়াঃ সিনেমা হল কি , পিসি?

তিঃ হাহা…গেলেই দেখতে পাবে…চল সব বুঝিয়ে দি…কিভাবে কী করবে…

পাভেলঃ উঃ , আমার না উত্তেজনায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে…

……………………………………………………………………

বাবুইঃ এই জামাটা কিরকম যেন। কি বলে এটাকে?শ্রট?

পিয়াঃ শার্ট। ভাগগিস পাভেলের বাড়িতে কিছু পুরোনো জামা ছিল।

পাভেলঃ ক-ল-কা-তা শহর!! ভাবতে পারছিস? আমরা কলকাতার রাস্তায় হাটছি!! কল্লোলিনী তিলোত্তমা।

বাবুইঃ হ্যাঁ – কল্লোল এর অভাব নেই। চারিদিকে গাড়ির হর্ন , কান কালা হয়ে গেল। আর তিলোত্তমা ই বা কোথায়। কত ময়লা রাস্তার ধারে।

পাভেলঃ কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমরা রাস্তায় মাস্ক ছাড়া হাটছি…উহ কী শান্তি।

পিয়াঃ এত্তো গাড়ি? এখানে কেউ সাইকেল চালায় না? সাবধানে চল। চাপা পরিস না।

পাভেলঃ আরে ওই দ্যাখ- কী একটা পাখি!! বই এ ছবি দেখেছি!!

বাবুইঃ ওটা শালিখ। আগে সব জায়গায় দেখা যেত।

পিয়াঃ বাবুই, তোর নাম টা ও তো কোন এক পাখির, তাই না?

বাবুইঃ হ্যাঁ । এখন বিরল। দু একটা খুঁজলে পাওয়া যাবে।

পাভেলঃ দেখ, এখন ও অনেক গাছপালা। তবে কিছুদিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে – যেভাবে শহর বাড়ছে।

পিয়াঃ ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসের বই এর তথ্য টা দিয়ে দিলি, বল?

পাভেলঃ হেহেহে

বাবুইঃ কিন্তু কোথাও সৌর শক্তির ব্যাবহার দেখছি না।

পিয়াঃ হুমমম…

পাভেলঃ ঠিক কোন রাস্তাটা বলত? ম্যাপ তো এইদিকেই দেখাচ্ছে। এই …এই যে…কি রে পিউ , নিজের দাদুর সাথে দেখা করতে রেডি তো?

পিয়াঃ হিসেব মত দাদু এখন স্কুল গেছে। হিহি। বাড়িতে কে আছে দেখা যাক। এই বাড়ির ছবি আমি দেখেছি। এই দেখ, এটা মনে হয় ডোর বেল।দাড়া, বাজাই…

(বেলের আওয়াজ)

পিয়ার বড়মাঃ বলুন? আমার কিন্তু ভাই এখন কিছু কেনার নেই…

পিয়াঃ কেনা?

বড়মাঃ মানে, আপনারা নিশ্চয় ই কিছু বিক্রি করতে এসেছেন?

বাবুইঃ নানা। আমরা মানে, আমরা ছাত্র। ইউনিভারসিটির। একটা সমীক্ষা করতে চাই।

বড়মাঃ এখন একদম সময় নেই।

বাবুইঃ সময় নেই? ও। তাহলে...ঠিক আছে...চল রে

পিয়াঃ দাঁড়া। আচ্ছা , আপনার ছেলের নাম তো অতীশ, তাই না?

বড়মাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ । কিন্তু তোমরা...আপনারা কী করে জানলেন?

পাভেলঃ আমাদের তুমি ই ব্লুন। আমরা আপনার থেকে অনেক ছোট।

বাবুইঃ হ্যাঁ। অ-নে-ক।

পিয়াঃ অতীশ এর ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু আলোচনা ছিল ।

বড়মাঃ অতীশ এর ভবিষ্যত...কি ব্যাপার বল দেখি? আচ্ছা , এস , ভেতরে এস।

(ফিসফিস করে)

বাবুইঃ দারুন ম্যানেজ করলি তো!!

পিয়াঃ আমার দাদুর মা। ছবি দেখেছি। অতীশ আমার দাদুর নাম।

পাভেলঃ হাহাহা...অতীশের ভবিষ্যৎ তোর থেকে ভাল আর কে জানবে?

বড়মাঃ বোস।বোস।

পিয়াঃ আপনি দেখছি দিনের বেলাতেও লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন।

বড়মাঃ হ্যাঁ ...ওই আর কি। আলো জ্বললে ভাল লাগে।

পাভেলঃ টি ভি টা কি কেউ দেখছে?

বড়মাঃ না, চালিয়ে রেখেছি । কাজের মাঝে কখনো কখনো দেখি।

বাবুইঃ কিন্তু এতে তো অযথা শক্তির অপচয় হচ্ছে।

বড়মাঃ শক্তি? কার শক্তি!!

পিয়াঃ এই ইলেক্ট্রিসিটি যাকে বলে।

বড়মাঃ ওঃ । সে চিন্তা নেই। আমাদের এখানে ইলেক্ট্রিসিটি যায় না।

পাভেলঃ একদিন যাবে। যেদিন ইলেক্ট্রিসিটির উৎপাদনের জন্য সব কয়লা শেষ হয়ে যাবে।

বড়মাঃ অ্যাঁ ? হ্যাঁ হ্যাঁ ... এই ...এই যে ...ঠিক বলেছ। আচ্ছা , আমার ছেলের ভবিষ্যতের ব্যাপারে কী বলছিলে...

বাবুইঃ আচ্ছা, আপনার ছেলের জন্য আপনি কিরকম পৃথিবী চান।

বড়মাঃ এই ধর, যেখানে কিছুর অভাব থাকবে না।

বাবুইঃ যেমন খাওয়া দাওয়ার, তাই তো।

বড়মাঃ তা তো বটেই।

বাবুইঃ ধরুন, তার কাছে খাবার কেনার টাকা আছে। কিন্তু খাবার উৎপাদন ই হয় না। চাষ জমী জলের তলায়।জলবায়ুর পরিবর্তন এর ফলে, তাপমাত্রা বেড়ে খাদ্য উৎপাদন কমে গেছে, চাষের জল নেই...

বড়মাঃ কি বলছ কী!!

পিয়াঃ আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার ছেলের এই কলকাতা শহরে, বা কোন বড় শহরে একটা বাড়ি থাকুক?

বড়মাঃ সে তো বটেই।

পিয়াঃ ধ্রুন যদি কলকাতা শহরটাই না থাকে? বা বড় বড় শহর গুলো জলের তলায় ডুবে যায়? তাই বহু উদ্বাস্তু মানুষ কোনমতে ঠেসাঠেসি করে একজায়গায় কষ্ট করে থাকে?

বড়মাঃ সেকি!!

পাভেলঃ তাই জীবিকার ও অভাব হবে। আপনার ছেলের কোন রোজগার থাকবে না।

বড়মাঃ অ্যাঁ

বাবুইঃ নিশ্চয়ই চান আপনার ছেলে যেখানেই থাকুক , মাঝে মাঝে আপনাদের কাছে আসুক? কিন্তু যদি ধ্রুন তার গাড়ি আছে কিন্তু পৃথিবীতে আর তেল নেই, এরোপ্লেন চালাবার তেল নেই...সে আসবে কি করে?

বাবুইঃ ধ্রুন যদি সে আর তার পরিবার সারাক্ষন শ্বাস কষ্টে ভোগে, মশার রোগের ছড়াছড়ি তার চারপাশে...

পিয়াঃ সারাক্ষন প্যাচ প্যাচ বৃষ্টি , অথবা দুর্বিষহ গরম...

পাভেলঃ তার চারপাশে কোন পাখি, পোকা মাকড় নেই, দুএকটা পশু মাত্র...

বড়মাঃ থাম থাম !! এ কোন নরকের কথা বলছ তোমরা। এরকম কেন হবে?

পাভেলঃ কেন? এরকম পৃথিবীই তো রেখে যাচ্ছেন আপনি, আপনারা...

বড়মাঃ আমি? কি বলছ কী?

পিয়াঃ আমরা যা যা বললাম , তা সবই জলবায়ু পরিবর্তন এর ফল।

বড়মাঃ তা আমি কেন দায়ী হব তার জন্য? ওসব তো কলকারখানা থেকে ধোঁয়া থেকে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড , মিথেন এসব মিশে...

বাবুইঃ কলকারখানা কার জন্য? আমাদের জিনিস পত্র তৈরি করতে তাই না?

বড়মাঃ জিনিসত্র লাগবে না?

বাবুইঃ আপনার বাড়িতে কটা পেন আছে?

বড়মাঃ এই ...ধর...কুড়ি টা।

বাবুইঃ এতগুলো আপনার লাগে? যখন পেন এর কালি শেষ হয়ে যায়, তখন, ফেলে দাও।আবার কেনো,আবার ফেলো। এত পেন তৈরি করতে কত কার্বন এমিশন হল আমরা খবর ই রাখি না।

পিয়াঃ এই যে টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের বোতল, কটা ব্যবহার করেন সারা বছরে? খাচ্ছি , ফেলে দিচ্ছি, খাচ্ছি ফেলে দিচ্ছি...কত এমিশন?

পাভেলঃ বা রোজ রোজ প্লাস্টিকের কত্ত ব্যাগ ব্যবহার করছেন। দূষন তো হচ্ছেই , কিন্তু এত্ত প্লাস্টিক তৈরি হলে কত কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশল জানেন? ৫ টা ব্যাগ মানে প্রায় ১কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড। আপনি দিনে কমপক্ষে ৫টা ব্যাগ ব্যভার করেন। বছরে ১৮২৫ টা ব্যাগ, মানে ৩৬৫ কেজি কার্বন শুধু আপনার পরিবারে।

পিয়াঃ আমি টেবিলে দুটো ফোন দেখছি। আরো আছে নিশ্চয়ই।মাঝে মাঝে বদলান ও , তাই না?এই ফোন তৈরি হতে, আপনার কাছে পৌঁছতে কত কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশল?

বাবুইঃ এইরকম আপনার বাতিল করা খাবার, গাড়ি, জামাকাপড় ...ধীরে ধীরে দুর্যোগ ঘনিয়ে আনছে জলবায়ুতে...ভবিষ্যতের জলবায়ুতে।যার ফলে সুস্থ থাকবে না কিছুই।

পাভেলঃ এই যে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, এসি চলছে, এগুলো একটা ও কি কম শক্তি খরচ করার মত করে তৈরি?

বড়মাঃ তোমরা কী সাঙঘাতিক ছেলে মেয়ে সব!! ভালো মানুষ মুখ করে ঢুকে আমায় কী ভয়টাই না দেখাচ্ছ!!

পিয়াঃ আসলে কি বলত বড়মা, তোমাদের কাছে যা সুদূঊঊঊঊঊঊর ভবিষ্যত, সেটা আমাদের বর্তমান। তোমরা ্যেটা ভাবতে পারছ না, আমরা সেটা ভুগছি।

বড়মাঃ বড়মা!!!

পিয়াঃ হ্যাঁ গো, আমি পিয়া , তোমার ছেলের নাতনি। আর আমার থাকার পারমিশান নেই। এবার চল্লাম।যা বললাম, একটু ভেবে দেখো। তোমরা সবই জান, কিন্তু মানতে চাও না। সেটা নিয়ে কিছু ভাবতে চাও না।

পাভেলঃ তুমি কলকাতা শহরে আছ , কোথায় বরফ গলে কোন জন্তুর অসুবিধে হচ্ছে তাতে তোমাদের কী? কিন্তু সেই বরফ গলা জল একদিন সমুদ্রের জল বাড়িয়ে দেবে, হয়ত তোমাদের সাধের কলকাতা ও ডুবে যাবে। কিন্তু সেদিন তোমাদের দেখতে হবে না। তাই হয়ত তোমরা গা কর না।

বাবুইঃ তাই আমাদের ভবিষ্যত থেকে পাঠানো হয়েছে। তোমাদের বোঝাতে।

বড়মাঃ ভবিষ্যত থেকে ? অ্যাঁ ...

বাবুই ঃ তোমরা বুঝলে আমরা বেঁচে যাব, নাহলে…তোমার ছেলে , তার ছেলে, তার মেয়ে…সবাই শেষ। আর দায়ী -তোমরা।

পিয়াঃ তোমার টেবিলে কত ফল দেখতে পাচ্ছি – আমরা এর একটা ও খাইনি, আমাদের সময়ে আর এসব পাওয়া যায় না। কেন জান- জলবায়ুর পরিবর্তনে ঋতু চক্রের পরিবর্তন হয়েছে। অনেক গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।ভাব , শুধু আশি নব্বই বছরে এত কিছু পালটে যাবে।

বাবুইঃ চল রে, সিনেমা হল খুজতে হবে। আচ্ছা বড়মা, শাহ্‌রুখের সিনেমা কোথায় দেখতে পাবো?

বড়মাঃ শাহ্‌রুখ!!!

পিয়াঃ আসি বড়মা।প্রনাম নিও। দাদু কেও প্রণাম দিও।

বড়মাঃ অ্যাঁ ... আচ্ছা।

সবাইঃ টাটা

……………………………